সংবাদ

তারিখ ... 05 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৬ ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University,

শাহবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা

এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উথাপিত ক্রয়, নিয়োগ ও অন্যান্য বিষয়ে অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

গত ০৮-৪-২০০৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উথাপিত বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপারে আলোচনা করা হয় এবং ঐ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলো তদন্ত করার জন্য মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলরের নির্দেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে গত ০৯-৪-২০০৭ইং তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়।

ইতোমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উথাপিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে সেনা সদর দপ্তর ও মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে প্রেরিত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রবীণ অধ্যাপক ভাইরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য সমন্বয়ে ০৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটিকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। উক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বেই তদন্ত কমিটি কর্তৃক আরো সময় বৃদ্ধির আবেদন জানানো হলে আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময়সীমা বৃদ্ধি করে ২২শে জুলাই, ২০০৭ইং তারিখ রিপোর্ট প্রদানের জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু উক্ত তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব নয় বলে তদন্ত কমিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরো ০৪ (চার) দিন সময়সীমা বৃদ্ধি করে রিপোর্ট জমাদানের জন্য সর্বশেষ ২৬-৭-২০০৭ইং তারিখ বৃহস্পতিবার নির্ধারণ করা হয়। গত ২৮-৭-২০০৭ইং তারিখ বিকেল ০৪:৩০ মিনিটে তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস -চ্যান্সেলর মহোদয়ের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্ট পাওয়ার পর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশেই ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় জরুরী ভিত্তিতে রিপোর্টের ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ০২-৮-২০০৭ইং তারিখে সিন্ডিকেটের জরুরী সভা আহবান করেন। জরুরী সভায় পূর্বে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টে উল্লেখকৃত নিম্নরূপ মন্তব্য পর্যালোচনা করে।

"বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক সরবরাহকৃত নথিপত্রাদি, তথ্য ও উপাত্ত, ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সেই সময় দাখিলকৃত বক্তব্যের ভিত্তিতে এ তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ অনিয়মের সাথে জড়িত নিয়োগকৃত ব্যক্তি, নির্বাচনী বোর্ড ও নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ক্রয় কমিটি, কার্যাদেশ প্রদানকারী, চুক্তি স্বাক্ষরকারী ও অনুমোদনকারীর বিরুদ্ধে তাঁর স্বীয় বিবেচনায় উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে প্রতিবেদনের মর্ম মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।"

উল্লিখিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে **"তদন্ত কমিটি কার্য পরিধি অনুযায়ী তদন্ত করেছে কি-না সে ব্যাপারে যাচাইকরণসহ ক্রয় ও নিয়োগ সম্পর্কে অনিয়মের অভিযোগ সত্যতা যাচাই করে"** ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সিন্ডিকেট সদস্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক ডাঃ শাহজাহান বিশ্বাসকে সভাপতি করে কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটিতে সিন্ডিকেট সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মবিন খান, সিন্ডিকেট সদস্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এমএ ফয়েজ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, পূর্বের গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য অধ্যাপক সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী এবং সদস্য-সচিব জনাব ইফতেখার আলমকে সদস্য-সচিব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কোনো কোনো সংবাদপত্রে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সিন্ডিকেট কর্তৃক বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে যে প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়।

বর্তমান সিন্ডিকেট সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান সিন্ডিকেট সদস্যগণের (পদাধিকার বলে সদস্য ব্যতীত) মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদানের পর নতুনভাবে সিন্ডিকেট গঠনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। উক্ত নতুন সিন্ডিকেট গঠন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় নিয়মানুযায়ী পূর্বে গঠিত সিন্ডিকেটেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়।

মূল তদন্ত রিপোর্ট সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটির কাছে হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে কোনো কোনো সংবাদপত্রে সংশয় প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট গত ০২-৮-২০০৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় গঠিত কমিটির সভাপতির কাছে হস্তান্তর করার সময় পূর্বে গঠিত তদন্ত কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলামের উপস্থিত নিশ্চিত করা হবে।

সি-২২০৭ (১০x৩)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ